সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
বদরুল আলম নাবিল

প্রতিবেদক
আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী মিলিয়ে মন্ত্রিসভায় এখন ৫৩ জন সদস্য। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৩৯। দলে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ে চলছে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী দ্বন্দ্ব। তৈরি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে পশ্চাদপদতা। অনেক প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী শুধু মন্ত্রণালয়ে রুটিন হাজিরা দিয়ে সময় কাটান, উদ্বোধন ও তদবিরে অনেকে আবার কাজ দেখাতে গিয়ে তৈরি করেন দীর্ঘসূত্রতা।

দেশের অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করছে। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য, কমছে কর্মসংস্থান। এরপরও সাধারণ মানুষের ওপর প্রতিবছর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত কর, ভ্যাট ধার্য করা হচ্ছে। অথচ জনগণ কর-ভ্যাটের রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাচ্ছে না। বরং সুশাসন প্রতিষ্ঠার বদলে কুশাসন যেন ক্রমেই জেঁকে বসছে রাষ্ট্রযন্ত্রে।

বর্তমান মন্ত্রিসভার পেছনে বছরে ৮০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ মন্ত্রিসভার কয়জন মন্ত্রী জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে সত্যিকার অর্থে কাজ করছেন? তারা ব্যস্ত থাকছেন নিজের ভাগ্য উন্নয়নে। শুধু মন্ত্রীরাই নয়, ভাগ্য ফেরাচ্ছেন তাদের পিএস, এপিএসও।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ১০ জন উপদেষ্টা পুরো ৩৯টি মন্ত্রণালয় চালায়। তখন তো মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম ভালোই চলেছে। প্রশাসনে গতি থাকে। তারা শুধু মন্ত্রণালয় নয়, জাতীয় নির্বাচনের বিশাল দায়িত্ব পালন করেন। তাহলে বিশাল মন্ত্রিসভার প্রশাসনে গতি নেই কেন! গতিময়তা না থাকায় তৈরি হয়েছে 'বটল নেক' পরিস্থিতি। যতো মন্ত্রী ততো তদবির, ততো দুর্নীতি। এর ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রম। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীর দীর্ঘ সময় ধরে ফাইল চালাচালিতে শ্লথ হয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। মাঝখান থেকে শক্তিশালী হচ্ছে আমলাতন্ত্র। আবার যে কোনো সিদ্ধান্তই যেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী কেন্দ্র নির্ভর। তা হলে এতো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী রাখার অর্থ কী?

মূলত দলীয় স্বার্থ, ও আগামী নির্বাচনের হিসাব কষে মন্ত্রিসভা এতো বড় রাখা হয়েছে। এতে জনগণের কল্যাণের হিসাব নেই। সে কারণেই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে সরকারের নানা কার্যক্রম।

7 el 49 msL¨v 29 G¨cj 2005